ইন্টেল জানে সময়ের চাহিদা

মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম

সময়ের চাহিদার সাথেই ইন্টেলের পথচলা–এ কথা বললে ভুল হবে না। কারণ ইন্টেলের নিত্যনতুন টেকনোলজি সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ দেখলেই তা সহজে বোঝা যাবে। গত দুই যুগ ধরে ইন্টেলের গবেষণা; সেই সাথে নিত্যনতুন সুবিধাসংবলিত কমপিউটার যন্ত্রাংশ তৈরি ও তা ব্যবহারকারীদের হাতে পৌঁছে দেয়া। শুধু পৌঁছে দেয়াই নয়, সময়োপযোগী কমপিউটার যন্ত্রাংশ তৈরি করে মানবকল্যাণে ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে ইন্টেল। প্রথম দিকে শুধু প্রসেসর তৈরি করলেও বর্তমানে ইন্টেল গ্রাফিক্স কার্ড, প্রসেসর হার্ডডিস্ক, মাদারবোর্ড, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড, রেক সার্ভার তৈরি করছে। সময়কে গুরুত্ব দেয়া এ কোম্পানির মূল লক্ষ্য। তা বোঝা যায় তাদের এনসিইউর সাফল্য দেখে। গত এক বছরে এ কোম্পানির পঞ্চাশটির বেশি প্রযুক্তিপণ্য বাজারে এসেছে।

ডেস্কটপ কমপিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য ইন্টেল বাজারে ছেড়েছে Q77 চিপসেটযুক্ত তিন ধরনের ডেস্কটপ মাদারবোর্ড– DQ77CP, DQ77MK, DQ77KB। Q77 চিপসেট হলো আগের Z77 চিপসেটের উন্নত সংস্করণ, যেখানে Z77 চিপসেটের সব সুবিধার সাথে অতিরিক্ত অনেকগুলো সুবিধা যুক্ত হয়েছে। সুবিধাগুলোর মধ্যে ইন্টেল ভিপ্রো টেকনোলজি, ইন্টেল রিমোটওয়েক টেকনোলজি, অ্যান্টি থেফট টেকনোলজি, অ্যাকটিভ ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি, ইন্টেল ম্যাট্রিক্স স্টোরেজ টেকনোলজি, ইন্টেল আইডেন্টিটি প্রোটেকশন উল্লেখ করার মতো।

ভিপ্রো টেকনোলজির সাহায্যে একটি ভাইরাস আক্রান্ত অথবা আনরেসপেনসিভ সহজেই ঠিক করা যায়। এক্ষেত্রে যে কমপিউটারটি ভাইরাস আক্রান্ত সেটিতে ভিপ্রো অ্যাকটিভ থাকতে হবে। নেটওয়ার্কে থাকা সর্বোচ্চ দশজন অন্য কমপিউটার ব্যবহারকারী আক্রান্ত কমপিউটারের কনফিগারেশন ঠিক করা, ভাইরাস স্ক্যান করা থেকে পুরো কমপিউটার ঠিক করতে পারবেন।

ইন্টেল অ্যাকটিভ ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি সংক্ষেপে এএমটির সব সুবিধা পেতে আপনার দরকার হবে এএমটি সমর্থন করে এমন চিপসেটযুক্ত কমপিউটার।

মজার ব্যাপার হলো DQ সিরিজের মাদারবোর্ড বাজারে ছাড়ার মাস চারেক আগে ইন্টেল DHI77DF, DH77EB, DH77KC মাদারবোর্ড বাজারে ছাড়ে। যে তিনটি মাদারবোর্ড LGA1155 সকেটযুক্ত ছিল। কিন্তু এ তিনটি মাদারবোর্ডে এইচডি অডিও টেকনোলজি এবং রেপিড স্টোর টেকনোলজি ছাড়া উপরোক্ত সব টেকনোলজি ছিল না। অন্যদিকে DQ সিরিজে ইন্টেল ক্লিয়ার টেকনোলজি বাদ দেয়া হয়েছে, যা আগের Z77 চিপসেটে ছিল।

ডেস্কটপ ব্যবহারকারীদের সাথে সাথে ল্যাপটপ ব্যবহারকারীদের একই ধরনের সুযোগ সুবিধা দিতে ইন্টেল বাজারে ছেড়েছে চার ধরনের মোবাইল ইন্টেল চিপসেট– QM77, QS77, UM77, HM77। এ চার ধরনের চিপসেটের মধ্যে খুব সামান্য তফাৎ বিদ্যমান। মজার ব্যাপার হলো এ চিপসেটগুলো ক্ষতিকর হ্যালোজেন ফ্রি, যা সর্বপ্রথম ল্যাপটপে ব্যবহার হচ্ছে। এ চারটির মধ্যে UM77 সাপোর্ট করে দশটি ইউএসবি পোর্ট। অন্য তিনটি চিপসেট সাপোর্ট করে চৌদ্দটি ইউএসবি পোর্ট। চার ধরনের চিপসেটেই চারটি করে ইউএসবি ৩.০ সংস্করণ সাপোর্ট করে।

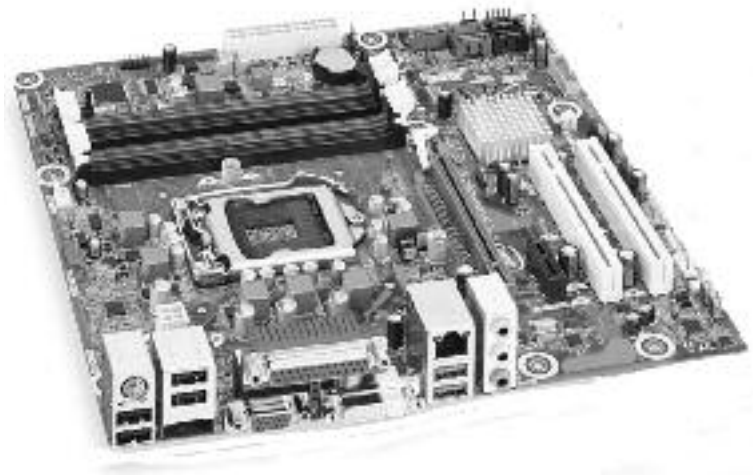

গত কয়েক মাস ধরে ইন্টেলের তৈরি যে পণ্যটি নিয়ে বেশি আলোচনা হয় তা হলো ইন্টেরের এনইউসি। যাকে ইন্টেল বলছে নেক্সট ইউনিট অব কমপিউটিং। ইন্টেলের ডিরেক্টর ইনচার্জ (ইন্টেল ক্লায়েন্ট বোর্ডস ডিভিশন) জন ডেটারেজের মতে, আমরা শক্তিশালী কমপিউটারকে মানুষের পকেটে বহনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চাই। আর এ লক্ষ্যে এনইউসি ইন্টেলের প্রথম সাফল্য। কারণ একটি ডেস্কটপ কমপিউটার বোর্ডকে ছোট করে ১০×১০ সে.মি. (৪×৪ ইঞ্চি) আকারে তৈরি করা হয়েছে এনইউসিতে, যা আকারে আইটিএক্স মাদারবোর্ড থেকেও আয়তনে ছোট। আর সফলভাবে এনইউসি তৈরির সাফল্য কমপিউটার ব্যবহারকারীদের আশ্বস্ত করবে, ভবিষ্যতে ইন্টেল আরো বেশি সুবিধাসংবলিত, আকারে ছোট ও বেশি গতির কমপিউটার ব্যবহারকারীদের উপহার দিতে পারবে।

যদিও ইন্টেল তাদের অ্যাটম প্রসেসর তৈরি করেছিল শিশুদের শিক্ষা, অ্যান্ট্রি লেভেল পিসি ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে। কিন্তু এনইউসি অ্যাটম প্রসেসরযুক্ত কমপিউটারকেও হার মানিয়েছে। কারণ এনইউসিতে ব্যবহার করা যাবে কোরআই৩ মানের প্রসেসর, যা ১৬ জিবি র‍্যাম সাপোর্ট করবে।

ডেটারেজের মতে, সার্কিটের তাপমাত্রা ও প্রসেসরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এনইউসির একটি বড় সাফল্য। এ কারণেই খুব ছোট আকারের ফর্মফ্যাক্টর তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। আর বর্তমানে আমরা চেষ্টা করছি ২৫ মি.মি.র অল ইন ওয়ান সিস্টেম তৈরি করতে, যা হবে ১০০×১০০ মি.মি. ফর্মফ্যাক্টর। যদিও কাজটি খুব সহজ হবে না। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে এত ছোট জায়গায় কিভাবে একটি পিসির সব যন্ত্রাংশ স্থান সঙ্কুলান করা যায়। এজন্য বর্তমানে থাকা দুই লেয়ারের পিসিভিকে হয়তো দশ লেয়ারের পিসিভিতে উন্নীত করবে। এক্ষেত্রে হাই ডেনসিটির ইন্টারকানেক্ট টেকনোলজির ব্যবহার আমাদের কাজকে অনেক সহজ করবে। কেনো ক্রেতারা এনইউসির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। প্রধান সুবিধা হচ্ছে এটি বহনযোগ্য। পুরোপুরি ডেস্কটপ পিসির সব সুবিধা পাওয়া যাবে। এনইউসির প্রধান অসুবিধা হচ্ছে সাটাপোর্ট না থাকা, যা হাই ক্যাপাসিটির স্টোরেজ সুবিধা দেবে। যদিও ইন্টেলের প্রকৌশলীরা এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

এখন পর্যন্ত এনইউসির দুটি মডেল DC3217BY এবং DC32171YE বাজারে ছেড়েছে ইন্টেল। দুটি মডেলেই আছে দুটি ইউএসবি ২.০ পোর্ট, দুটি এইচডি এমআই পোর্ট, গিগাবিট ল্যান ইথারনেট পোর্ট। এনইউসি চলতে প্রয়োজন হয় ১৯ ভোল্ট, ৬৫ ওয়াট। ফলে গাড়িতেও এটি ব্যবহার করা যায় অনায়াসে। DC3217BY-তে উপরোক্ত সব সুবিধা ছাড়াও অতিরিক্ত থান্ডারবোল্ড সুবিধা বিদ্যমান। দুটি মডেলেই প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কোরআই৩ মানের প্রসেসর। আর এনইউসিতে চিপসেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে QS77। এতে থাকছে দুটি মেমরি স্লট যেখানে সর্বোচ্চ ১৬ জিবি মেমরি ব্যবহার করা যাবে। গ্রাফিক্সের জন্য আছে ইন্টেল এইচডি ৩০০০ গ্রাফিক্স চিপসেট। এছাড়া আছে দুটি মিনি পিসিআই-ই কানেক্টর, ওয়্যারলেস এবং ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি কজ

ফিডব্যাক : tohid0@Gmail.com